নয়া ব্র্যান্ডের হাত ধরেই ঘুরে দাঁড়াতে উদ্যোগী হিন্দমোটরস

নিজস্ব সংবাদদাতা: নতুন করে গাড়ির বাজার ধরতে সম্পূর্ণ ভাবে সংস্থা ঢেলে সাজার পরিকল্পনা করেছে হিন্দুস্তান মোটরস। শুধু নতুন ধরনের গাড়ি তৈরিই নয়, আধুনিক গাড়ির বাজারের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে এমনকী 'অ্যাম্বাসাডর' ব্র্যান্ড-নামের ঘেরাটোপ থেকেও বেরিয়ে আসতে চায় ৫২ বছরের পুরনো ওই সংস্থা। তবে এই উত্তরণ হবে অবশ্য অ্যাম্বাসাডরকে পুরোপুরি বাতিল না করেই। ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য শুধু গাড়ি তৈরিই নয়, গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির ব্যবসার উপরও জোর দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার হিন্দমোটরসের নয়া এমডি মনোজ ঝা জানান, "আগামী ১৫ মাসেই ৪টি নতুন মডেলের গাড়ি বাজারে ছাড়ব। সেগুলির সঙ্গে অ্যাম্বাসাডরের কোনও মিল থাকবে না।" তবে ভারতের প্রথম দেশি গাড়ি অ্যাম্বাসাডর তৈরি বন্ধ করছেন না তাঁরা। পাশাপাশি, সব নতুন গাড়িই তৈরি হবে উত্তরপাড়া কারখানায়।

বন্ধ হচ্ছে না অ্যাম্বাসাডর তৈরি

২০১১-১২ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকেই নতুন মডেলের প্রথম গাড়িটি বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা করেছেন কর্তৃপক্ষ। তা শুধু দেখতেই আলাদা হবে না, গাড়ির ইঞ্জিনও হবে অনেক বেশি শক্তিশালী। বিদেশি প্রযুক্তিতে তৈরি ইঞ্জিন লাগানো হবে ওই সব গাড়িতে। "এর জন্য বিদেশি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করছি," জানান মনোজবাবু। তিনি বলেন, ইঞ্জিনের প্রধান প্রধান যন্ত্রাংশ বিদেশি সংস্থা তৈরি করবে। ওই সব যন্ত্রাংশ ব্যবহার করেই পুরো ইঞ্জিনটি তৈরি হবে উত্তরপাড়ায়। গাড়ির নকশা তৈরির ক্ষেত্রেও বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হবে।

বর্তমানে উত্তরপাড়া কারখানায় তৈরি অ্যাম্বাসাডর গাড়ির ৭৫ শতাংশই ব্যবহৃত হয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। ২৫% যাত্রী-গাড়ি। মনোজবাবু বলেন, "যাত্রী-গাড়ির বাজারে দখল বাড়ানোই আমাদের লক্ষ্য। আমরা চাই, উত্তরপাড়া কারখানায় তৈরি মোট গাড়ির ৫০% যেন যাত্রী-গাড়ি হিসাবে বিক্রি হয়।"

এ বার থেকে উত্তরপাড়াতে 'উইনার' গাড়িও তৈরি করা হবে। এই গাড়ি তৈরি বাড়ানোর যে-পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে, তাতে মার্চ মাসের মধ্যে ইনদওরে সংস্থার কারখানায় মাসে ৫০০ সিএনজি চালিত উইনার এবং উত্তরপাড়ায় সম সংখ্যক ডিজেল চালিত উইনার তৈরি হবে বলে জানান মনোজবাবু। পাশাপাশি, স্পোর্টস কার আউটল্যান্ডার-এর মানও উন্নত করা হবে। আউটল্যান্ডার অবশ্য এখনকার মতো চেন্নাই কারখাতেই তৈরি হবে।

ঘুরে দাঁড়ানোর এই নতুন পরিকল্পনা কার্যকর করতে কত টাকা লগ্নি করবে সি কে বিড়লা গোষ্ঠীর এই সংস্থাটি? এ ব্যাপারে অবশ্য কোনও তথ্য প্রকাশ করতে রাজি হননি মনোজবাবু। প্রসঙ্গত, হিন্দমোটরস গত তিন বছের ঘুরে দাঁড়াতে ৪০ কোটি টাকা লগ্নি করেছে। মনোজবাবু শুধু বলেন, "নতুন প্রকিল্পনা কার্যকর করতে তার থেকে বেশি টাকা লগ্নি হবে।"

নতুন গাড়ি তৈরির পাশাপাশি বিক্রি-পরবর্তী পরিষেবার মান বাড়াতে 'সার্ভিস সেন্টার' বা পরিষেবা কেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধির পরিকল্পনা সংস্থার। বাড়ানো হবে ডিলার সংখ্যাও। মনোজবাবু বলেন, "বর্তমানে সারা দেশে ৮০টি ডিলার আছে। ১৫ মাসে তা ২০০-তে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য।" তিনি বলেন, "এটা ঠিক যে, পরিষেবা কেন্দ্রে কোনও ক্রেতাই ঘন ঘন যেতে চাইবেন না। তার যাতে দরকার না হয়, এমন ভাবেই তৈরি হবে নতুন গাড়িগুলি। তবে প্রয়োজনে হাতের কাছে যাতে পরিষেবা কেন্দ্র পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থাই আমরা করতে চাই।"

এ দিকে, আপাতত হিন্দমোটরস বিআইএফআরে যাচ্ছে না। মনোজবাবু বলেন, "চেন্নাইতে সংস্থার সদর দফতরটি সম্প্রতি বিক্রি হয়েছে। গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির শাখা সংস্থা অ্যাভটেকের বেশ কিছু শেয়ারও বিক্রি করেছি। ফলে ৪০ কোটি টাকা হাতে এসেছে। তাই বিআইএফআরে যাচ্ছে না সংস্থা।"